‘দারুল ইহসানে’র সনদধারীরা চাকরি হারানোর আতঙ্কে

■ সাব্বির নেওয়াজ

সনদ বিক্রি, মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্ব ও নানা অনিয়মের কারণে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বেসরকারি দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদধারী প্রায় ৫০ হাজার শিক্ষার্থী পড়েছেন চরম অনিশ্চয়তায়। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম বন্ধ করতে হাইকোর্টের দেওয়া রায়ের বিরুদ্ধে করা লিভ টু আপিল খারিজ করে দিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ। ৮ ফেব্রুয়ারি দেওয়া চূড়ান্ত এ রায়ের ফলে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম বন্ধে হাইকোর্টের দেওয়া অন্যান্য শর্ত বহাল থাকল। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এতে চরম বিপাকে পড়বেন দারুল ইহসান থেকে পাস করা সনদধারীরা। বিশেষ করে ২০০৬ সালের পর থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএড, লাইব্রেরি সায়েন্সে ডিপ্লোমা করা প্রায় ৫০ হাজার সনদধারী পড়েছেন চরম অনিশ্চয়তায়।

এর আগে মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্ব, সনদ-বাণিজ্যসহ বিভিন্ন কারণে এ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ নিয়ে দারুল ইহসানের পক্ষে হাইকোর্টে ১২টি রিট করা হয়। এসব রিটের শুনানি শেষে ২০১৬ সালের ১৩ এপ্রিল হাইকোর্ট দারুল ইহসান বন্ধের রায় দেন। রায়ের পর বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান প্রফেসর আবদুল মান্নান সাংবাদিকদের বলেন, হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী ২০০৬ সালের পর দারুল ইহসানের সনদধারীদের সনদ গ্রহণযোগ্য হবে না।

সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র জানায়, প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হলেও মূলত এর পরিণতি ভোগ করবেন শিক্ষার্থীরা। এ রায়ে দারুল ইহসান থেকে সনদধারী প্রায় তিন লাখ শিক্ষার্থী চরম বিপাকে পড়বেন। তাদের মধ্যে অনেকেই চাকরি করছেন। ওই সব প্রতিষ্ঠান তাদের সনদ গ্রহণ করবে কি-না, তা নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলছেন, সুপ্রিম কোর্টের চূড়ান্ত রায়ের ফলে দারুল ইহসান থেকে ব্যাচেলর অব এডুকেশন (বিএড) ও লাইব্রেরি সায়েন্সের ডিপ্লোমা এবং এলএলবি সনদধারীরা সবচেয়ে বেশি ঝামেলায় পড়বেন। বিএড সনদ দিয়ে যারা চাকরিতে উচ্চতর গ্রেড পেয়েছেন, তাদের সেই গ্রেড টিকবে না। চাকরি হারানোর শঙ্কায় আছেন দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় সাড়ে নয় হাজার লাইব্রেরিয়ান, যারা দারুল ইহসান থেকে লাইব্রেরি সায়েন্সে ডিপ্লোমা নিয়ে এমপিওভুক্ত হয়েছেন। এ ছাড়া প্রায় দেড় হাজার এমপিও পাওয়ার অপেক্ষায় আছেন। তাদের এমপিও না হওয়ার আশঙ্কাই বেশি। কারণ, গত সপ্তাহে লাইব্রেরিয়ান পদে ৭৩৯ জনকে এমপিও দিলেও তাদের নাম প্রকাশ করা হয়নি। তাদের সবাই বিতর্কিত দারুল ইহসান ও ঈশা খাঁ ইন্টারন্যাশনাল

■ পৃষ্ঠা ৪ : কলাম ৩

‘দারুল ইহসানে’র সনদধারীরা

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

ইউনিভার্সিটির সনদে এমপিওভুক্তির আবেদন করেছেন।

এ ব্যাপারে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তরের পরিচালক (মাধ্যমিক) প্রফেসর এলিয়াস হোসেন সমকালকে বলেন, অনেক আগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৭৩৯ জনের তালিকা ধরে এমপিও দেওয়া হয়েছে। এ তালিকায় কারও নাম উল্লেখ করা হয়নি। নাম ছাড়া এমপিওর ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, তাদের প্রায় সবাই দারুল ইহসান থেকে লাইব্রেরি সায়েন্সে ডিপ্লোমা সনদ দিয়ে আবেদন করেছেন। আর এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে হাইকোর্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির কড়া নির্দেশনা রয়েছে। তা ছাড়া ২০১১ সাল থেকে দারুল ইহসানের সনদধারীদের এমপিও দেওয়া হচ্ছে না। তিনি বলেন, ‘এখন সুপ্রিম কোর্ট চূড়ান্ত রায় দিয়েছেন। ফলে দারুল ইহসানের ব্যাপারে আমাদের সিদ্ধান্ত পরিষ্কার। এ প্রক্রিয়া আবার নতুন করে শুরু করব।’

২০১৩ সালের পর থেকে দারুল ইহসানের এলএলবি সনদধারীদের বার কাউন্সিলের পরীক্ষা দিতে দেওয়া হচ্ছে না। বার কাউন্সিল ওই সময় জানায়, দারুল ইহসানের একেকজনের সনদে একেকজনের স্বাক্ষর থাকায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একই অভিযোগ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের। তারা বলেন, একই বছরের সনদ, কিন্তু একেকজনের সনদে একেকজনের স্বাক্ষর, এতে তারা বিভ্রান্তিতে পড়েন। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের সনদ যাচাই করে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর (ডিআইএ)। ডিআইএর সূত্রমতে, ২০১১ সালের পর দারুল ইহসানের কোনো সনদ গ্রহণ করা হচ্ছে না। ওই বছরের পর থেকে এ পর্যন্ত শুধু দারুল ইহসানের সাড়ে তিন হাজার সনদ বাতিল ও পাওয়া উচ্চতর গ্রেড বাতিল করার সুপারিশ করা হয়েছে। ডিআইএর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলছেন, পরিদর্শন করতে গিয়ে এই সাড়ে তিন হাজার সনদ ধরা পড়েছে। দারুল ইহসানের সনদ নিয়ে চাকরি করছেন বা বিএড সনদ দিয়ে গ্রেড পরিবর্তন হয়েছে, এমন শিক্ষক আছেন অর্ধলক্ষাধিক।

২০০৬ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়া সনদ বাতিলেরও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন সনদধারীরা। তারা বলছেন, প্রতিষ্ঠানের অনিয়মের দায় তাদের নিতে হবে কেন? রমিছা আক্তার নামের এক লাইব্রেরিয়ান বলেন, ‘সামাজিক ও পারিবারিকভাবে ইমেজ সংকটে পড়েছি। তার চেয়ে বড় সংকট চাকরি হারানোর ভয়। যেখানে যাই, সেখানেই বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়তে হচ্ছে। একই রকম বিপদে ২০০৬ সালের পর বিএড ও লাইব্রেরি সায়েন্সের ডিপ্লোমাধারীরা।’ জানা গেছে, ২০০৬ সালে দারুল ইহসান কয়েকটি গ্রুপে বিভক্ত হওয়ার পর বিএড ও লাইব্রেরি সায়েন্স ডিগ্রি নেওয়ার হিড়িক পড়ে। কারণ, সাধারণ একজন শিক্ষক বিএড ডিগ্রির সনদ জমা দেওয়ার পর তার বেতন ১১তম থেকে দশম গ্রেডে উন্নীত হয়। এতে তার বেতন বাড়ে সাড়ে তিন হাজার টাকা।

ডিআইএর উপপরিচালক মো. রাশেদুজ্জামান সমকালকে বলেন, ‘প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করার সময় দারুল ইহসানের সনদের ব্যাপারে আমরা সতর্ক থাকি। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শতাধিক শাখা থেকে সার্টিফিকেট দেওয়া হতো। কোর্টে মামলা চলাকালে তাদের ব্যাপারে সরাসরি কোনো সুপারিশ করতে পারিনি। এখন চূড়ান্ত রায় আসায় আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধা হবে।’